৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারক নং পিডি/প্রকল্প-বিবিধ/২০১০/ ৯৫(৬৫) তারিখঃ ২৬-১-২০১০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **একনেক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন**

১। গত ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (একনেক) সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, **'ভবিষ্যতে যাতে আর কোন জলাশয় নষ্ট না করা হয় সে দিকে সকল মন্ত্রণালয় লক্ষ্য রাখবে'**।

২। এমতাবস্থায়, একনেক সভার উল্লেখিত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।

২৬/১/১০

(মোঃ জাহাঙ্গীর কবির)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন)
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।
ফোনঃ ৭৩০০৪৬৬(দপ্তর)

কার্যার্থে বিতরণ

১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল বিভাগ।
৩। সিনিয়র জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
৪। জেল সুপার, সকল জেলা কারাগার।

B-310

৫১৪
২৬/৯/০৭

১১২৫
২৭/৪/০৬

কারা কর্মকর্তা বিশেষ সভা-২০০৭ এর কার্য বিবরণী ঃ

স্থান ঃ কারা অধিদপ্তর সভা কক্ষ

তারিখ ঃ ০৭-১০-২০০৭ খ্রিঃ (৬-৪-২০০৬)

সময় ঃ সকাল ৯.০০ ঘটিকা

১। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান, কারা মহা পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে কারা কর্মকর্তা বিশেষ সভা-২০০৭ এর কার্যক্রম শুরু হয়।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-ক-এ প্রদর্শন করা হ'ল।

৩। কারা মহা পরিদর্শক সকলকে স্বাগত জানিয়ে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারের মৃত্যুবরণকারী জেলার জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ এর রুহের মাগফেরাত কামনা করে ১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর কারা মহা পরিদর্শক উপস্থিত কারা কর্মকর্তাদের সাথে নিম্নের বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ঃ

ক। **পুরস্কার** ঃ দেশের সকল কারাগারকে কয়েকটি ক্যাটাগরীতে ভাগ করে তার উপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হবে। কারা অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

খ। **কেপিকেএস** ঃ বিভিন্ন কারাগারের 'কেপিকেএস' এর কার্যক্রমে শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে, আবার কোন কোন কারাগারে [illegible]মিক কোর্স সম্পন্ন হওয়ায় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। সকল ক্ষেত্রে 'কেপিকেএস' এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ। **ক্যান্টিন** ঃ ভিতর এবং বাহির ক্যান্টিনের কার্যক্রম যেকোন মূল্যে জোরালো করতে হবে। ভিতর অথবা বাহিরের ক্যান্টিন কোন অবস্থায়ই ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করা যাবেনা। তা অবশ্যই কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। ক্যান্টিনের দ্রব্যাদির দাম কোন অবস্থাতেই বাজার মূল্যের বেশী রাখা যাবেনা।

ঘ। **ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর** ঃ সকল কারাগারের ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর এ সকল কারারক্ষী ও ষ্টাফদের জন্য মালামাল পর্যাপ্ত রাখতে হবে। এই ষ্টোরের মাধ্যমে কারারক্ষী ও ষ্টাফদের ভর্তুকী সুবিধা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঙ। **ফাইল ব্রেকিং** ঃ শক্ত হাতে বন্দীদের ফাইল ব্রেকিং বন্ধ করতে হবে। দেশের প্রায় সকল কারাগারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আটক রয়েছে। এ সকল বন্দী কারাভ্যন্তরে অনাকাঙ্খিত কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে না পারে, সে দিকে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। বন্দীদের অনৈতিকভাবে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা শক্ত হাতে বন্ধ করতে হবে।

চ। **অবৈধ যোগাযোগ ঃ** কারাগারে আটক বন্দী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যে কোন ধরনের অবৈধ যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে, তা যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন। যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এ ধরনের অনিয়মের সাথে জড়িত থাকে মর্মে জানা যায় তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে।

ছ। **সিটিজেন চার্টার ঃ** সকলেই সিটিজেন চার্টার তৈরী করবে এবং তা সংশ্লিষ্ট জায়গায় টাঙ্গাবে (যেমন সাক্ষাৎ কক্ষের সামনে, পি, সি তে টাকা জমা নেয়ার স্থানে, দর্শনার্থী ক্যান্টিনের সামনে ইত্যাদি)।

জ। **কারাবার্তা ঃ** সফলভাবে কারাবার্তার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ২য় সংখ্যা প্রকাশনার জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বন্দীদের লেখাও পাঠানো যেতে পারে। তখন সকল লেখাই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভালভাবে যাচাই করে দেখবে প্রকাশযোগ্য কি-না। প্রকাশযোগ্য হলেই সেগুলি পাঠাতে হবে।

ঝ। দৈনন্দিন **কর্ম প্রক্রিয়া [Standing Operating Procedure (SOP)]** ঃ কারাগারে কর্মরত প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর দৈনন্দিন কর্ম প্রক্রিয়া প্রস্তুত করতে হবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারাগারের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনা পদ্ধতি সংযোজন করতে হবে যেমন কেস টেবিল, হাসপাতাল কার্যক্রম, বিভিন্ন সাপ্লাই, বন্দী আগমন-রিলিজ কর্মকান্ডসহ ইত্যাদি।

ঞ। **নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ঃ** কোন কোন কারাগারে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কোর্স এর সদস্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করা হচ্ছেনা। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে অনৈতিক উপায়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। এ সকল কর্মকান্ড থেকে সকলে বিরত থাকবে। অন্যদিকে এ সকল সদস্য কোন অবস্থায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে অসদাচরণ করবেনা। এ ধরনের আচরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোন সদস্য ঠিকাদার, বিশেষ বন্দী এবং সাধারন বন্দীদের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তা অবশ্যই জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অত্র দপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

ট। **ফায়ারিং অনুশীলনঃ** ফায়ারিং অনুশীলন আগামী ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ফায়ারিং অনুশীলনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের সময় অবশ্যই অ্যামুনিশন থাকবে না, এমন কি ব্যারেল কোন মানুষ/জন সমাগম এলাকার দিকে তাক করা যাবে না। নিয়মিত অস্ত্র পরিষ্কার করতে হবে (সপ্তাহে কমপক্ষে একবার)।

ঠ। **সেন্ট্রিপোষ্ট ঃ** কোন কোন জেলে গুরুত্বহীনভাবে সেন্ট্রিপোষ্ট তৈরী করা হয়েছে যা রোদ বা বৃষ্টি থেকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দেয় না। সেন্ট্রিপোষ্ট নির্মাণের ব্যাপারে সকলকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ড। **স্কুল ব্যবস্থাপনা ঃ** সকল কারাগার বিশেষতঃ যেগুলি শহর এলাকার বাইরে অবস্থিত, নিজস্ব ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

ঢ। **ডেইরী ফার্ম ঃ** বড় কারাগারসমূহে ডেইরী ফার্ম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক ডিভিশনে কমপক্ষে একটি করে ডেইরী ফার্ম শুরু করতে হবে।

ন। **পুকুর ব্যবস্থাপনা ঃ** যে সকল কারাগারে নিজস্ব পুকুর রয়েছে তা লিজ দেয়ার চেয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ করতে পারলে ভাল। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের পুকুরে কারা কর্তৃপক্ষের স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প। **ইস্ত্রি ঃ** কারাগারে আটক বন্দীদের কাপড় আয়রন করার জন্য কারাভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাপড় আয়রনের বিনিময়ে পিসির মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে।

ফ। **সেলুন ঃ** অনেক কারাগারে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এখনও কারাভ্যন্তরে বন্দীদের দ্বারা চুল/দাঁড়ি কাটাচ্ছে যা কাম্য নয়। এ অনিয়ম সত্বর বন্ধ করতে হবে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারাগারের বাইরে সেলুনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ব। **নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ সত্ত্বর বাস্তবায়নের জন্য বলা হ'ল ঃ**

১। সকল জেলে দু'বেলা ভাত দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। সকল কারা কর্তৃপক্ষ আটার মিল স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩। দেশের কিছু কিছু কারাগারে ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও বন্দীদের ছবি তোলা হচ্ছে না। সকলে ক্যামেরার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

৪। Tannoy System বাস্তবায়নের জন্য সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। বন্দীদের প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আধুনিক বহুমুখী ও আরও গতিশীল করতে হবে।

৬। কারা বিভাগের মিশন এবং ভিশন সকল জেলে দৃশ্যমান জায়গায় লিখতে হবে।

৭। ডিউটি ছাড়া কোন কারারক্ষী গেটে বা তার আশে পাশে দাঁড়াবে না।

৮। বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের জন্য ওয়েটিং রুমে বসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। যে সকল কারাগারে পতিত জমি রয়েছে তা চাষাবাদের যোগ্য করে সেখানে বেশি করে সবজী উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। সকল কারাগার থেকে মাইকে নির্দিষ্ট সময় পরপর জামিনে যাওয়া বন্দীদের নাম ঘোষনা করতে হবে। যদি পারা যায় দর্শনার্থীদের প্রতীক্ষাগৃহে কম্পিউটারে তা একই সাথে প্রদর্শন করা যায়।

১১। প্রত্যেক জেলে অনুসন্ধান ডেস্কের সাথে ইন্টারকম ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে করে জামিনের প্রয়োজনীয় তথ্য বন্দীর আত্মীয়-স্বজনকে তাৎক্ষনিকভাবে জানানো যায়।

৪। এই মিটিং এ গৃহীত সকল সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কারা উপ মহা পরিদর্শকবৃন্দ সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

৫। বিভিন্ন কারাগার হতে আগত কর্মকর্তাগণের উত্থাপিত সমস্যা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪
ক)	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তত্ত্বাবধায়ক (চঃ দা), বগুড়া জেলা কারাগারঃ সম্প্রতি কারাগারে চাইনিজ রাইফেল নেয়া হলেও তার কোন অ্যামুনেশন নেই ফলে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।	অ্যামুনেশন কেনা হয় নি। প্রক্রিয়া চলছে।	কারা অদিধপ্তর
খ)	জনাব মোঃ ফজলুল হক, সিনিয়র জেল সুপার, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারঃ বাল্ব কেনার জন্য Energy Saving ব্যবহার করা উচিৎ।	কেনার জন্য নির্দেশ দেয়া হ'ল।	গণপূর্ত বিভাগ
গ)	কারা উপ-মহা পরিদর্শক, রাজশাহী বিভাগ বলেন লোডশেডিং এর সময় জ্বালানী সরবরাহের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকলেও জ্বালানী সরবরাহ না থাকার তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর সিনিয়র জেল সুপার জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম এবং ঝালকাঠি জেলা কারাগারের জেলার জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান।	জ্বালানী সরবরাহের জন্য বাজেট চেয়ে মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
ঘ)	মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জেল সুপার জনাব মোঃ শাহজাহান আহম্মেদ এবং কক্সবাজার জেলা কারাগারের জেল সুপার জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন পানির সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করলেন এবং ওয়েষ্ট ডিসপোজালের জন্য ১.৫ একর জমি প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন।	পানির সমস্যা সমাধান এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রাক্কলন ১৫ নভেম্বরের পাঠানোর জন্য বলা হ'ল	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
ঙ)	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের সুপার জনাব মোঃ আজিজুল হক তার অফিসের ফার্নিচারের কথা বললেন।	বাজেট দেয়া হয়েছে।	

(মোঃ আলতাব হোসেন)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন)
পক্ষে-কারা মহা পদির্শক।

স্মারক নং-পিডি/ইসঃ-১/এস-১৮/৩৯৮৩
তারিখ ঃ ৫/১১/২০০৭ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরন করা হলো ঃ-

১। কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।
২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
৩। তত্ত্বাবধায়ক, সকল জেলা কারাগার।
৪। সহকারী কারা মহা পরির্দশক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৮/০৪/০৮

(মোঃ আলতাব হোসেন)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন)
পক্ষে-কারা মহা পদির্শক।

AIG-305

কারা কর্মকর্তা বার্ষিক সভা (২) -২০০৮ এর কার্য বিবরণী ঃ

স্থান ঃ কারা অধিদপ্তর সভা কক্ষ
তারিখ ঃ ১৭-৪-২০০৮ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ৯.০০ ঘটিকায়

১। কারা মহা পরিদর্শক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান এর সভাপতিত্বে কারা কর্মকর্তা বার্ষিক সভা-২০০৮ এর কর্যক্রম উপরোক্ত স্থান ও সময়ে শুরু হয়।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-ক এ সংযুক্ত।

৩। সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে কারা মহা পরিদর্শক সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে তিনি গত ১৭-৪-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কারা কর্মকর্তা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ঃ

ক। ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কদের কারাগার অফিসে সময় দেয়া ঃ যে সব কারাগারে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক নেই সেসব কারাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কদের ন্যূনতম একদিন পর পর কারাগারে কমপক্ষে ৩/৪ ঘন্টা করে সময় প্রদান করতে হবে।

খ। বন্দী পলায়ন/ভুলমুক্তি ঃ কারাগার হতে বন্দী পলায়ন এবং ভুলমুক্তি প্রতিরোধে সকলকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেন। এছাড়াও নবাগত বন্দীদের ছবি তুলে যথাস্থানে পেষ্ট করা এবং সংরক্ষনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রসঙ্গগত বন্দীদের ডান্ডাবেড়ী পরানোর ক্ষেত্রে সকল বিধি-বিধান অনুসরণের নির্দেশ দেন।

গ। তত্ত্বাবধায়কের মূল দায়িত্ব ঃ "রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ" এ শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্ব কর্তব্য পরিচালিত হতে হবে। ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ছবি তুলে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

ঘ। প্রশিক্ষণ ঃ কারা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে কোন শৈথিল্য করা যাবে না।

ঙ। এলার্ম স্কীম প্রাকটিস ঃ মাসে কমপক্ষে দু'বার কার্যকরভাবে সম্ভাব্য পরিস্থিতির চাহিদানুযায়ী এলার্ম স্কীম প্রাকটিস করতে হবে। এলার্ম স্কীম প্রাকটিসের পর যথাযথ ডিব্রিফিং করতে হবে যাতে সকলে নিজস্ব ভুল বুঝতে পারে এবং পরবর্তিতে সংশোধনের চেষ্টা করে।

চ। পোশাক ঃ কারারক্ষীদের পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসময়ে ইস্যু করতে হবে।

ছ। পুরস্কার ঃ যে সকল কারাগারে কারারক্ষীরা উল্লেখযোগ্য ও ভাল কাজ করবে স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ তাদের পুরস্কৃত করবেন।

AIG-356

জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব), রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার।

গ। ডালের দরপত্রে ডালের পরিমান নির্দিষ্ট না করে সংশ্লিষ্ট সময়ের বাস্তব প্রয়োজন বা পরিমাণ মাফিক ডাল ক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে দরপত্র আহবান করার অনুরোধ করেন ; যাতে আসামী সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধিতে বাস্তব চাহিদানুযায়ী কারাগারসমূহ ঠিকাদারের নিকট থেকে ডাল সরবরাহ নিতে পারে এবং অনর্থক অডিট আপত্তির ঝামেলা এড়ানো যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ পরবর্তী দরপত্র গ্রহণের পূর্বে বিষয়টি সংযোজন বা অন্তর্ভূক্ত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৫। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাঃ -
মোঃ জাকির হাসান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহা পরিদর্শক।

স্মারক নং-পিডি/ইসঃ-১/এস-১৮/১২৭

তারিখ ঃ ৫-৬-২০০৮ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল ঃ-

১। কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।

২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।

৩। তত্ত্বাবধায়ক, সকল জেলা কারাগার।

৪। সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫/৬/০৮

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।

জ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ কারা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সকল কারাগার কারারক্ষী ও বন্দীদের জন্য পৃথকভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ঝ। ক্যান্টিন ঃ যে সকল কারাগারে ক্যান্টিন নেই সে সকল কারাগারে অবিলম্বে ক্যান্টিন চালু করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কারাগারের বাহিরে বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আলাদা আলাদা ক্যান্টিন তৈরী করতে হবে। এটা সম্ভব না হলে একই ক্যান্টিনের দুটি পৃথক বুথ করতে হবে।

ঞ। শেরপুর জেলা কারাগারে কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা কম বলে অসন্তোষ প্রকাশ করতঃ জরুরী ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়ার উপর জোর দেন।

ট। পিসিআর ঃ প্রত্যেক কারাগারের জন্য এবার অতীতের যে কোন সময়ের অধিক অংকের টাকা পিসিআর খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। এ টাকার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ইতোপূর্বেও নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রত্যেক কারাগারে একজন সিনিয়র, একজন জুনিয়র কারারক্ষী, একজন প্রধান কারারক্ষী, একজন সর্বপ্রধান কারারক্ষী, একজন ডেপুটি জেলার ও জেলারের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে জেল সুপারের কার্যকর তদারকীতে পিসিআর এর মালামাল গ্রহণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বরাদ্দকৃত টাকা ব্যবহার করতে না পারা বা অপব্যবহারের ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবেনা।

ঠ। ছুটি ঃ অধিকাংশ কারাগারে এখনও ছুটির সমস্যা বিদ্যমান। কোনরূপ সিষ্টেম লস না করে এবং কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পূর্বনির্ধারিত প্লান মাফিক কারারক্ষীদের সম্ভাব্য সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ছুটি দিতে হবে। Due হওয়ার অনতিকালের মধ্যেই চিত্তবিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করতে হবে।

৪। অতঃপর কারা মহা পরিদর্শক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অন্য কোন পয়েন্ট থাকলে আহবান করেন এবং আলোচনা শেষে নিম্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

জনাব পার্থ গোপাল বণিক, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব), যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগার।

ক। দীর্ঘদিন যাবত স্বদেশ প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় কারাগারে আটক মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। পুন তাগিদ দেয়া হবে।

জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব), কক্সবাজার জেলা কারাগার।

খ। কারা বিভাগের পতাকার মনোগ্রামের নিচে "বাংলাদেশ জেল" লেখার অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকালে প্রয়োজন মাফিক বাংলাদেশ জেল শব্দগুলো লেখা যেতে পারে; অন্যথায় নয়।

কারা কর্মকর্তা বিশেষ সভা -২০০৮ এর কার্য বিবরণী ঃ

স্থান ঃ কারা অধিদপ্তর সভা কক্ষ
তারিখ ঃ ২৩-১-২০০৮ ইং
সময় ঃ সকাল ৯.০০ ঘটিকায়

১। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান, কারা মহা পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে কারা কর্মকর্তা বিশেষ সভা-২০০৮ ইং এর কর্যক্রম শুরু হয়।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পারিশিষ্ট-ক এ সংযুক্ত করা হল।

৩। কারা মহা পরিদর্শক সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে তিনি 'সিডর' অক্রান্ত ০৩ টি জেলার ক্ষতিগ্রস্তদেরকে কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মোট ০৩ টি বাসা তৈরী করে দেয়ায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর কারা মহা পরিদর্শক উপস্থিত কারা কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ও আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ঃ

ক। **বন্দী পলায়ন রোধঃ** কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে কারাগারের নিরাপত্তা বজায় রাখা। গত ২ বছরে কারাগার থেকে বন্দী পলায়ন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ১/২ টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৫ জন বন্দী পলায়নের চেষ্টা করে। তারা বিভিন্ন অজুহাতে সবাই এক সেলে একত্রিত হয় এবং দীর্ঘ প্রায় দুই মাস সময় নিয়ে চাবি তৈরী করে। এর মধ্যে উক্ত সেলটি যথাযথভাবে তল্লাসী করা হয়নি বিধায় এটা সম্ভব হয়েছে। বন্দী পলায়ন বা অন্য যে কোন অনাকাংখিত ঘটনা রোধে কারাগারের প্রত্যেক সেল ও ওয়ার্ড নিয়মিতভাবে যথাযথভাবে তল্লাসী করতে হবে।

খ। **পাহারা পদ্ধতি ঃ** বর্তমানে কারাগারগুলোতে ৭ পাহারায় ডিউটি করা হয়। এতে বার বার কারারক্ষীদের ডিউটিতে আসা যাওয়া করতে হয়। গত কিছু দিন যাবত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এবং টাংগাইল জেলা কারাগারে ৩ পাহারার ডিউটি করিয়ে বেশ কিছু সুফল পাওয়া গেছে। এতে অতিরিক্ত কারারক্ষীদের প্রশিক্ষন প্রদান ও ছুটি প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। প্রতি শিফটে ৮ ঘন্টা করে মোট-৩ শিফটে ডিউটি করানোর ব্যাপারে সবাই সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে পারে। তবে ৩ শিফটে ডিউটি শুরু করার পূর্বে দরবারে এ ব্যাপারে সবার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।

গ। **কারারক্ষীদের ডিউটি বন্টন ঃ** সাধারনত একজন কারারক্ষী বা প্রধান কারারক্ষী (লাইচ) কারারক্ষীদের ডিউটি বন্টন করে থাকে। জেল সুপার ও জেলারের প্রত্যক্ষ তদারকির অভাবে ডিউটি বন্টনে এখনো কিছু কিছু অনিয়ম ও দূর্নীতির সংবাদ পাওয়া যায়। কারাগারের সকল দায়িত্বই জেল সুপারের। এটা কোনভাবেই কোন কারারক্ষীর নিকট ছেড়ে দেয়া যাবে না। এরপর কারারক্ষীদের ডিউটির স্থান নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং লটারীর মাধ্যমে তা করার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।

ঘ। **বন্দীদের রান্না করা খাবার প্রদান ঃ** বাহিরের রান্না করা খাবার কোনভাবেই কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করানো যাবে না। কারণ বাহিরের রান্না করা খাবারের সাথে বিষাক্ত দ্রব্য মিশানো থাকত পারে যা খেয়ে কোন বন্দীর মৃত্যুও হতে পরে। সুতরাং কোন মহলের চাপে বা অনুরোধে রান্না করা খাবার বন্দীদেরকে প্রদান করা যাবে না। তবে জেল সুপার সন্তুষ্ট থাকলে বছরের কোন বিশেষ দিনে (ঈদ, সবে বরাত ইত্যাদি) বন্দীদের বাহিরের রান্না করা খাবার প্রদানের অনুমতি দিতে পারবেন।

ঙ। **ক্যান্টিনে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেশী রাখা ঃ** কোন কোন কারাগারের ক্যান্টিনে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাজার দাম অপেক্ষা বেশী রাখা হয় যা কোনভাবে গ্রহনযোগ্য নয়। ক্যান্টিনে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাজার দর অপেক্ষা কম রাখতে পারলে ভালো। তা সম্ভব না হলে বাজার দরের সমান দাম রাখতে হবে। কোনভাবেই বেশী দাম রাখা যাবে না।

চ। **মহিলা বন্দীদের প্যারোলে মুক্তি ঃ** ২০০৬ সালে মহিলা বন্দীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আইন পাশ করা হয়। কিন্তু উক্ত আইন অনুযায়ী মহিলা বন্দীদের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি বলে কারা মহা পরিদর্শক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। উক্ত আইন অনুযায়ী মহিলা বন্দীদের প্যারোলে মুক্তি প্রদানের উদ্যোগ নিতে তিনি সকলকে আহবান জানান।

ছ। **বন্দীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ** বন্দীদেরকে indoor game এর পাশাপাশি outdoor game এ অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। যেমন-ভলিবল, ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি। আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে বিভাগীয় কারা উপ মহা পরিদর্শকগন তাদের স্ব স্ব বিভাগের বন্দীদের জন্য আন্তঃ জেল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তঃ ডিভিশন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

জ। **কারা মহা পরিদর্শকের নামে পত্র প্রেরন ঃ** ইদানিং অনেক চিঠিপত্র কারা মহা পরিদর্শকের নামে প্রেরন করা হয়ে থাকে। এখন থেকে সকল পত্র কারা মহা পরিদর্শকের পদবীতে প্রেরন করতে হবে। তবে একান্ত গুরুত্বপূর্ন ও গোপনীয় পত্র কারা মহা পরিদর্শকের ব্যক্তিগত নামে প্রেরন করা যেতে পারে।

ঝ। **কারারক্ষীদের দরবার ঃ** লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দরবারে কারারক্ষীরা পয়েন্ট দিতে চাইলে তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া হয় যা কোন ভাবে গ্রহনযোগ্য নয়। দরবারে কারারক্ষীদের পয়েন্ট উথাপনের সুযোগ দিতে হবে এবং তার যুক্তিসংগত সমাধান দিতে হবে।

ঞ। **কারা অভ্যন্তরে অভিযোগ বাক্স স্থাপন ঃ** কারাগারের প্রত্যেক ওয়ার্ডে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে। তাহলে বন্দীরা তাদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবে। অযথা অভিযোগ দাখিল না করে প্রকৃত অভিযোগ দাখিলের জন্য দরবারে বন্দীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ট। **রাজনৈতিক/ডিটেন্যু বন্দী ঃ** রাজনৈতিক/ডিটেন্যু বন্দীদের তাদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার কারাগারে রাখা ঠিক হবে না। তাদেরকে পাশ্ববর্তী অন্য কারাগারে বদলী করতে হবে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কারা উপ মহা পরিদর্শকগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

ঠ। **পুরস্কার প্রদান ঃ** দেশের কারাগারসমূহকে বড় কারাগার ও ছোট কারাগার এই দুটি গ্রুপে বিভক্ত করে বন্দী কল্যান ও কারারক্ষী কল্যান এই দুই ক্যাটাগরিতে প্রতি গ্রুপের ১ম ও ২য় স্থান দখলকারীকে আগামী কারা সপ্তাহের সময় পুরস্কার প্রদান করা হবে। আবার প্রতি গ্রুপের সর্ব নিম্ন স্থানের অধিকারী ২টি কারাগারকে ভর্ৎসনা প্রদানপূর্বক সার্কুলার জারী করে সকলকে অবহিত করা হবে।

ড। **ইন্টারকম স্থাপন ঃ** অনুসন্ধানে কর্মরত ব্যক্তিকে বিভিন্ন কারণে সব সময় অফিসের বিভিন্ন শাখার সাথে যোগাযোগ করতে হয়। এই যোগাযোগ সহজসাধ্য ও দ্রুত করার জন্য সকল কারাগারে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ইন্টারকম স্থাপন করা যেতে পারে।

ঢ। **চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় ঃ** কিছু কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম কারাগারগুলোতে প্রায় সময় প্রয়োজন হয় যেমন-ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, গজ/ব্যান্ডেজ, ইউরিনের সুগার স্ট্রিপ, কানের এন্টিবায়োটিক ড্রপ ইত্যাদি। এগুলো কিছু পরিমান স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে নেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে এগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

ন। **প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ঃ** জানুয়ারী/০৮ থেকে জুন/০৮ মেয়াদের খাদ্য দ্রব্যের দরপত্রে অধিকাংশ কারাগার থেকে প্রতিযোগিতামূলক দর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, কক্সবাজার, পঞ্চগড়, বরগুনা, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মাদারীপুর, নীলফামারী প্রভৃতি কারাগারের দরপত্র প্রতিযোগিতামূলক হয়নি বলে কারা মহা পরিদর্শক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে সকল কারাগারের দরপত্রকে প্রতিযোগিতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহন এবং কমিটি কর্তৃক প্রকৃত বাজার দর পরিবেশন করার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান।

ত। **কারারক্ষীদের বদলী ঃ** কোন কারাগারে একজন কারারক্ষীর চাকুরী ২ বছরের বেশী হলে তিনি বদলীযোগ্য হবেন। তবে যাদের চাকুরী কাল ৩ বছরের অধিক হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে বদলী করতে হবে। বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতিত নিজ জেলায় কোন কারারক্ষীকে বদলী যাবে না। যারা এখন পর্যন্ত নিজ জেলার কর্মরত রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে অন্যত্র বদলী করতে হবে। এব্যাপারে বিভাগীয় কারা উপ মহা পরিদর্শকগন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

৪। অতঃপর কারা মহা পরিদর্শক কারা বিভাগের উত্থাপিত অন্যান্য সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন ও নিম্নের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক। চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদানের জন্য জেল সুপার (চঃ দাঃ) জনাব জামিল আহমেদ কারা মহা পরিদর্শককে অনুরোধ করেন। কারা মহা পরিদর্শক বলেন যে, চলতি দায়িত্বে নিয়োজিতদের পদোন্নতি প্রদানের জন্য নিয়োগ বিধি-০৬ সংশোধন করা আব্যশক। এর জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।	ক। নিয়োগ বিধি ২০০৬ এর সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
খ। রাজবাড়ী জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক জনাব মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন যে, কারারক্ষীদেরকে ৮ বছরের টাইম স্কেল না দেয়ার কারণে তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি রয়েছে। এছাড়া যেখানে নিয়মিত তত্ত্বাবধায়ক থাকেন না সেখানে দক্ষ জেলার পদায়ন করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, প্রত্যেক জেল সুপারের জন্য একটি স্থায়ী মোবাইল ফোন থাকলে জনগনের যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে।	ক। বিধি মোতাবেক প্রত্যেককে টাইম স্কেল প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। খ। যেখানে নিয়মিত তত্ত্বাবধায়ক নেই সেখানে দক্ষ জেলার নিয়োগ দেয়া হবে। গ। প্রত্যেক জেল সুপারের জন্য একটি করে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করা হবে।	কারা অধিদপ্তর ও সকল স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ।
গ। জেল সুপার জনাব আজিজুল হক বলেন যে, খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে কারারক্ষীদের বাসস্থানের প্রকট সমস্যা বিদ্যমান। পি সি আর	ক। বাসা নির্মানের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করে স্থানীয় গনপূর্ত বিভাগ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করে প্রেরন করতে হবে।	স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ।

খাতে অর্থ বরাদ্দ দিলে কিছু বাসা নির্মান করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কারা মহা পরিদর্শক বলেন যে, নিবিড় প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবার পি সি আর খাতে অন্যান্য বারের অপেক্ষা প্রায় ৫ গুন অর্থ বরাদ্দ আনা হয়েছে। বিভাগীয় কারা উপ মহা পরিদর্শক এর মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরনের জন্য ইতিমধ্যে সকলকে বলা হয়েছে। প্রস্তাব পাওয়া গেলে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে।		
ঘ। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক (চঃ দাঃ) জনাব হারুন-অর-রশিদ সরকার বলেন যে, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রাজশাহী বিভাগের সকল কারাগারে কয়েদী পোষাক প্রদান করতে হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত সেলাই মেশিন না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। তাই ১০ টি সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক বলেন যে, সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ থাকলে বরাদ্দ দেয়া হবে।	ক। ১০ টি সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে।	কারা অধিদপ্তর।
ঙ। বরগুনা জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোতাকাব্বীর আহমেদ জানান যে, বরগুনা কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা মাত্র ১৪ ফুট। তাই যে কোন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অবিলম্বে এর উচ্চতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক বলেন যে, কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট করার কথা। এব্যাপারে সত্বর ব্যবস্থা নিতে হবে।	ক। পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট করার জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রেরন করতে হবে।	ক। স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ।
চ। জেল সুপার জনাব মোশারফ হোসেন বলেন যে, প্রয়োজনীয় ফর্ম ও রেজিষ্টারের স্বল্পতার কারনে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। কারা উপ মহা	ক। যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগার, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার ও কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ তিনটি প্রেস স্থাপন করা	স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ/কারা অধিদপ্তর।

পরিদর্শক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান মোল্লা বীর বলেন যে, ৪ টি বিভাগে চারটি প্রেস স্থাপন করা গেলে সমস্যা সহজে সমাধান করা সম্ভব হবে। কারা উপ মহা পরিদর্শক জনাব আবুল কাশেম বলেন যে, অনুমতি দিলে তিনি স্থানীয়ভাবে যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারে ১ টি প্রেস স্থাপন করতে পারবেন।	হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হবে।	
ছ। জেল সুপার (চঃ দঃ) জনাব শাহজাহান আহমেদ বলেন যে, সেফটি ট্যাংক না থাকার কারনে সমস্যা হচ্ছে। ২ দিনের মধ্যে প্রাক্কলন প্রেরনের জন্য অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক আহবান জানান। কারা মহা পরিদর্শক বলেন যে, Waste disposal এর জায়গার জন্য জেল সুপারগন জমি নির্বাচন করবেন। সে মোতাবেক জেলা প্রশাসকগন জমি অধিগ্রহণ করবেন।	ক। মৌলভী বাজার জেলা কারাগারে সেফটি ট্যাংক নির্মানের জন্য প্রাক্কলন প্রেরন করতে হবে।	স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ।
জ। সিনিয়র সুপার (চঃ দা) জনাব ফজলুল হক বলেন যে, কারাগারে ব্যবহৃত প্লাষ্টিকের বালতি অতি সহজে নষ্ট হয়ে যায়। প্লাষ্টিকের পরিবর্তে জি আই বালতি ক্রয় করা হলে তা অধিক টেকসই হবে। কারা মহা পরিদর্শক বলেন যে, কারাগারগুলোতে প্লাষ্টিক ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হলে সেখানে বন্দীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে কারাগারের প্রয়োজন অনুযায়ী প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। জনাব ফজলুল হক আরো বলেন যে, বিশেষ দিনে বন্দীদের উন্নতমানের খাবার প্রদানের জন্য ৩/৪ টাকা বরাদ্দ থাকে। এ টাকা দ্বারা উন্নতমানের	ক। চারটি কেন্দ্রীয় কারাগারে চারটি প্লাষ্টিক কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। খ। উন্নতমানের খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হবে।	কারা অধিদপ্তর।

খাবার প্রদন করা সম্ভব হয় না বিধায় উন্নতমানের খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।		
ঝ। জেল সুপার জনাব আজিজুল হক বলেন যে, কারাভ্যন্তরের বন্দী সেলুনে খুরের পরিবর্তে ব্লেড ব্যবহার করলে তা অধিক স্বাস্থসম্মত হবে। তিনি আরো বলেন যে, বন্দীদের বদলীর সময় খোরাকীর জন্য মাত্র ৮/- টাকা প্রদান করা হয় যা দ্বারা বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে কোনভাবেই বন্দীদের খাওয়ানো সম্ভব হয় না। এজন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	ক। খুরের পরিবর্তে ব্লেড ব্যবহারের বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে। খ। ট্রানজিট সময়ে বন্দীদের খোরাকীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হবে।	কারা অধিদপ্তর।

মোঃ জাকির হাসান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহা পরিদর্শক।

স্মারক নং-পিডি/ইসঃ-১/এস-১৮/৩৯

তারিখ ঃ ১৮-০৩-২০০৮ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো ঃ-

১। কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।

২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।

৩। তত্ত্বাবধায়ক, সকল জেলা কারাগার।

৪। সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (অর্থ)
পক্ষে-কারা মহা পদির্শক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়, বহিরাগমন-১

বিষয় : বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলখানায় সাজার মেয়াদ উত্তীর্ন মুক্তিপ্রাপ্ত বিদেশী বন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনে করণীয় নির্ধারণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব আবদুস সোবহান সিকদার,
সচিব,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

তারিখ : ০৫/০৭/২০০৯ ইং।

স্থান : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তা,এনজিও প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের কারাগারসমূহের আটক বহু বিদেশী নাগরিক সাজার মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশে ফিরে যেতে পারছে না। এতে করে কারাবন্দীদের মৌলিক মানবাধিকার যেমন লংঘন হচ্ছে, তেমনী বছরের পর বছর এসব বিদেশী বন্দীকে কারাগারে রাখতে গিয়ে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। বিষয়টি যথাশীঘ্র সম্ভব সুরাহা হওয়া উচিত বলে সভাপতি মন্তব্য করেন এবং সরকারের করণীয় বিষয়ে দৃকপাত করেন। সভাপতি অদ্যকার সভায় গুলশান এবং উত্তরা এলাকায় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে বলে উল্লেখ প্রকাশ করেন। সভায় উদ্ভূত সমস্যাটি নিরসনে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নিম্নে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের আলোচনা সংক্ষেপ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হলো।

ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় :

আলোচনায় অংশগ্রহন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সাজা উত্তীর্ন বিদেশী বন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের জন্য আদেশ করা হলেও অনেক সময় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া যথেষ্ট সময়হানী হওয়ার এবং অনেক সময় বিদেশী মিশনসমূহ কর্তৃক যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে বন্দীদের দ্রুততম সময়ে প্রত্যাবাসন করা যায় না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আরো জানান, অনেক সময় বন্দীর ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক ঠিকানা প্রদান না করায় ঐ সমস্ত দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে তাদের সঠিক নাম ঠিকানা খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে কিছু বিদেশী বন্দী প্রত্যাবাসন করা যায় না। এবং তারা বছরের পর বছর বাংলাদেশের কারাগারসমূহে অবস্থান করতে থাকে।

খ) বিশেষ শাখা, বাংলাদেশে পুলিশ এবং বাংলাদেশ রাইফেলসঃ

বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা এবং বাংলাদেশ রাইফেলসের প্রতিনিধি জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় বন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের জন্য আদেশ পাওয়া গেলে তারা ভারতীয় বন্দীদের প্রটেকশন দিয়ে বর্ডার পয়েন্টে নিয়ে যান, কিন্তু ভারতীয় বিএসএফ উক্ত বন্দীদের গ্রহন সংক্রান্ত ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতবাসের ছাড়পত্র দেখাতে না পারলে তাদের গ্রহনের অস্বীকৃতি জানান। এতে করে তাদের সময় ও অর্থ দুটোর অপচয় হয়। তাই বর্ডার পয়েন্টে প্রত্যাবাসনের পূর্বে ঢাকাস্থ ভারতীয় দুতাবাস হতে ছাড়পত্র সংগ্রহের বিষয়ে উভয় প্রতিনিধি গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরো তৎপর ও উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানান।

গ)কারা অধিদপ্তর :

কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দেশের বিভিন্ন কারাগারে সাজা উত্তীর্ন বিদেশী বন্দীদের সর্বশেষ পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন কারাগারে সাজা উত্তীর্ন বিদেশী বন্দীদের মোট সংখ্যা ২৩৬ জন। এদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা হচ্ছে ১৪৪ জন, ভারতীয় নাগরিকদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রত্যাবাসন কার্যক্রম দীর্ঘ সূত্রিতার জন্য এবং মিয়ানমারের নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট দেশের দুতাবাসের অসহযোগিতার কারণে প্রত্যাবাসন করা যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশের কারাগারসমূহে এমনিতে বিচারধীন আসামীর সংখ্যাধিক্য, সুযোগের স্বল্পতা, স্থান স্বল্পতাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সাজার মেয়াদ উত্তীর্ন এসব বিদেশী বন্দীগন এ সকল জেলখানায় সীমিত সম্পদ ও বিদ্যমান সুযোগের উপর বাড়তি বোঝা হিসাব কাজ করছে। তাই যে সকল বিদেশী বন্দী নাগরিক বাংলাদেশের জেলখানাসমূহের সাজা উত্তীর্ন হওয়া সত্ত্বেও সামান্য/নগণ্য কারণে এখনো স্বদেশে ফিরতে পারছেন না তাদের বিষয়ে বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মিশনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে চাপ দেওয়ার জন্য তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন।

ঘ) বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি এবং সেভিয়ার, যশোরঃ

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতির প্রতিনিধি এবং সেভিয়ার যশোরের নির্বাহী পরিচালক জানান, বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে/নিরাপদ হোমে অনেক ভারতীয় নাগরিক দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় থাকলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা এবং নাগরিকত্ব নির্ধারণ সক্রান্ত পদ্ধতিগত কারণে তাদেরকে ভারতে প্রত্যাবাসন করা যাচ্ছে না এ ব্যাপারে ঢাকাস্থ ভারতীয় দুতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায় না মর্মে তারা অভিযোগ করেন। সেভিয়ার যশোরের নির্বাহী পরিচালক জানান, সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় যশোর কারাগারে অনেক সাজার মেয়াদ উত্তীর্ন ভারতীয় বন্দী নিজ দেশে ফিরতে না পেরে মানসিক রোগে ভুগছেন এবং তাদের জেলখানায় রাখতে গিয়ে সরকারের অনেক খরচ হচ্ছে বলে তিনি জানান। জেলখানা পরিদর্শন কমিটির বেসরকারী সদস্য হওয়ার বিষয়টি তিনি ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছেন বলে সভাকে অবহিত করেন। তাছাড়া যশোর রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সম্পাদক বিধায় জেলখানা পরিদর্শনকালে তিনি বিদেশী বন্দীদের কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সহায়তা করেন বলে জানান। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতির প্রতিনিধি এবং সেভিয়ার যশোরের নির্বাহী পরিচালক জেলখানায় অবস্থিত ভারতীয়সহ বিদেশী বন্দীদের বিষয়টি সরজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অবিলম্বে যশোর জেলখানা সহ অন্যান্য জেলখানা/সেফ হোম পরিদর্শনের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ ১। বাংলাদেশের জেলখানায় আটক বিদেশী বন্দীদের বিশেষ করে সাজার মেয়াদ উত্তীর্ন ভারতীয় বন্দীদের দ্রুততার সাথে ভারতে ফেরত পাঠানোর কার্যক্রম শুরুর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি ঢাকাস্থ ভারতীয় দুতাবাসের সাথে যোগাযোগ করবে এবং যথাযথ পর্যায়ে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে।

বাস্তবায়ন :- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

২। বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ গুলশান, উত্তরাসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যে সকল আফ্রিকান নাগরিক আছে তাদের ব্যাপারে নজরদারী বাড়াবে এবং তাদের কর্মকান্ড মনিটর করবে।

বাস্তবায়ন-:স্পেশাল ব্রাঞ্চ ,বাংলাদেশ পুলিশ।

৩। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরাগমনের যুগ্ন-সচিব/উপসচিব শীঘ্রই যশোরসহ দেশের প্রধান প্রধান জেলখানা/সেফ হোমসমূহ পরিদর্শন করবেন এবং সাজার মেয়াদ উত্তীর্ন বিদেশী বন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন।

৪। সেভিয়ার যশোরের নির্বাহী পরিচালককে যশোর কারাগারে আটক ভারতীয় বন্দীদের সহায়তা করার জন্য সভার পক্ষ হতে ধন্যবাদ জানানো হয়।

৫। আগামী সভায় অদ্যকার গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাস্তবায়নেঃ- উপ সচিব বহিরাগমন ,

পরিশেষে আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-আবদুস সোবহান সিকদার
সচিব